সংবাদ

তারিখ ... 17 FEB 2017
পৃষ্ঠা 8 ... 8

চট্টগ্রামে দুদক চেয়ারম্যান

বদলি মাতৃত্বকালীন ছুটি পেনশনের জন্যও শিক্ষা অফিসে ঘুষ দিতে হয়

চট্টগ্রাম ব্যুরো

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেছেন, বদলি মাতৃত্বকালীন ছুটি পেনশন প্রাপ্তি প্রভৃতি কাজের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসে ঘুষ দিতে হয়। শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস না নিয়ে প্রাইভেট পড়ান। সে টাকার ভাগ শিক্ষা অফিসে দিতে হয়। শিক্ষকগণ সময়মত বিদ্যালয়ে যান না। এ ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি সহ্য করা হবে না। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগকে পুরোপুরি দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। গতকাল চট্টগ্রাম পিটিআই অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিতকরণে চট্টগ্রাম বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। দুদক চেয়ারম্যান বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষার মূল ভিত্তি। এ ভিত্তি মজবুত না হওয়ার পেছনে ব্যাঙের ছাতার মতো কোচিং সেন্টার কিন্ডার গার্টেন শিক্ষাদানে শিক্ষকদের উদাসীনতা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নের বাতিঘর প্রাথমিক শিক্ষা। একে আরও প্রজ্বলিত করতে হবে। দুদক চেয়ারম্যান বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নসহ কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা নিয়ে প্রকৃত ফলাফল পরিবর্তন করা, কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মেধা তালিকায় ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ বা ৫ম স্থানে উন্নীত করে ফলাফল কারচুপি করারও অভিযোগ আমাদের কাছে আছে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে মানোনয়নের জন্য আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ, কিছু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিক্ষক পাঠদান না করে বাইরে পড়ানো কিংবা ব্যক্তিগত কাজে লিপ্ত থাকে, এক্ষেত্রে ওই শিক্ষকের কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা নিয়ে দেখেও না দেখার ভান করে থাকার প্রবণতার অভিযোগ রয়েছে। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে দুদক চেয়ারম্যান প্রশ্ন করেন, আপনারা কি এ অভিযোগ মানেন? শিক্ষা কর্মকর্তারা উত্তরে বললেন 'না'।

এরপর দুদক চেয়ারম্যান বলে ওঠেন, তাহলে এ অভিযোগ দুদক অফিসে কিভাবে আসলো? উপস্থিত শিক্ষা কর্মকর্তাদের উদ্দেশে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, যদি তাই হয়, ৪ বছরের ক্লাস্টারে কোন পরিদর্শন হয়নি কেন। আপনাদের কারও কাছে কোন জবাব নাই। চাকরি নয়, শিক্ষার মিশন নিয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের মোটরসাইকেলের প্রয়োজন, তা দেয়ার জন্য প্রক্রিয়া চলছে। সীমবাদ্ধতার মাঝেও শিক্ষা নিয়ে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, আমি জানি শিক্ষকরা সবাই সৎ, নিষ্ঠাবান। জাতি প্রাথমিক শিক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষাকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করতে না পারলে এদেশের ভবিষ্যত অন্ধকার। অন্যের কাছে জবাবদিহি করার চেয়ে নিজের কাছে জবাবদিহি করা সম্মানের। আমি আগামী ৩ মাস অপেক্ষা করবো। সময় দিতে চাই ৩ মাস। এর মধ্যে যারা জড়িত আছেন, শুধরে নিতে তাদের সময় দেয়া হচ্ছে। এই ৩ মাস আমি এ সেক্টরে হাত দিতে চাই না। আমি চাই প্রাথমিক শিক্ষকদের মাধ্যমে একটি সুন্দর প্রজন্ম গড়ে উঠুক। শুধু মানুষ নয়, স্বশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. মো আবু হেনা মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ আসিফ উজ জামান, জেলা প্রশাসক মো. সামসুল আরেফিন। চট্টগ্রামের সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হৃশীকেশ শীলের সঞ্চালনায় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর চট্টগ্রাম বিভাগীয় উপপরিচালক মো. মাহবুবুর রহমান বিল্লাহ। সভায় চট্টগ্রাম বিভাগের ২ শতাধিক জেলা ও উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, রিসোর্স সেন্টারের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।